ভুট্টার ফিউজারিয়াম স্টক রট রোগ দমনে কৃষকদের করণীয়

"ফিউজারিয়াম স্টক রট" হলো ছত্রাকঘটিত ভুট্টার সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক রোগ এবং এই রোগের সংক্রমণের ফলে ফলনের ১০০ ভাগ পর্যন্ত ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। এটি মূলত মাটি, বীজ ও বায়ুবাহিত রোগ এবং এর পোষক দেহের সংখ্যা অনেক বেশি। সাম্প্রতিককালে, ২০২০ সাল থেকে বাংলাদেশে এই রোগের প্রার্দুভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, বিষেশত খরিপ মৌসুমে আবাদকৃত ভূট্টা ফসলে।

রোগের লক্ষণ/চেনার উপায়

- আক্রান্ত গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়, গাছ শুকিয়ে ধূসর বর্ণ ধারণ করে এবং অপরিপক্ক অবস্থায় মারা যায় (চিত্র- ১ ও ২)।
- শিকড়, গোড়া এবং নিচের ইন্টারনোডগুলো পঁচে যায়।
- কান্ড বিভক্ত করলে ভিতরে বিবর্ণতা দেখা যায় এবং আক্রান্ত গাছের পিথ নষ্ট হয়ে যায় (চিত্র- ৩)।
- আক্রান্ত গাছের কান্ডে চাপ দিলে নরম বোধ হয় এবং নীচের ইন্টারনোডগুলো সহজেই ভেঙ্গে যায়।
- আক্রান্ত গাছের মোচাগুলো হেলে পড়ে এবং দানা অপুষ্ট থাকে।

চিত্র: (১) প্রাথমিক অবস্থায় রোগের লক্ষন, (২) রোগে আক্রান্ত সম্পূর্ণ ক্ষেত ও (৩) রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কান্ডে পচন

রোগের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

- শক্ত কান্ড বিশিষ্ট এবং পাতার রোগ প্রতিরোধী হাইব্রিড জাত চাষ করতে হবে।
- উপর্যুক্ত ছত্রাকনাশক (কার্বক্সিন + থিরাম) দ্বারা শোধনকৃত বীজ ব্যাবহার করতে হবে।
- গাছের উপর্যুক্ত ঘনত্ব (সারি থেকে সারির দুরত্ব ৬০ সে.মি. এবং গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ২৫ সে.মি.) বজায় রাখতে হবে।
- সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ বিশেষ করে নাইট্রোজেন এবং পটাশ সার এর ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।
- অম্ল মাটিতে ফসল লাগানোর ১ সপ্তাহ আগে অনুমোদিত মাত্রায় ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে।
- একই জমিতে পরপর দুইবার ভুট্টার আবাদ না করে গম/তরমুজ/বাদাম/শাকসবজি প্রভৃতি দ্বারা শষ্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।
- আক্রান্ত জমির ফসল সংগ্রহ করার পর গাছের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন অটোস্টিন ৫০ ডাব্লিউডিজি ২ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে মাটি হতে গোড়ার এক ফিট উপর পর্যন্ত প্রথমবার গাছের ৮ পাতা অবস্থায় (হাটু সমান উচ্চতা) এবং দ্বিতীয়বার সিল্ক বের হওয়ার পর (মোচায় ফুল আসার পর) স্প্রে করতে হবে।
- প্রপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা টেবুকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন ফলিকুর ২৫০ ইসি অথবা এজক্সিস্ট্রোবিন + ডাইফেনোকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন এমিস্টার টপ ৩২৫ এসসি ১ মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন অন্তর ২ বার পাতায় স্প্রে করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত দমন ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে "ফিউজারিয়াম ষ্টক রট" ছাড়াও ভুট্টার অন্যান্য ছত্রাকজনিত রোগ যেমন পাতা ঝলসানো, পাতার মরিচা পড়া, মোচা পঁচা ইত্যাদি দমন হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অফিস/বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট/ আঞ্চলিক কার্যালয়, বিডাব্লিউএমআরআই, যশোর/জামালপুর/জয়দেবপুর/রাজশাহীতে যোগাযোগ করুন।

জরুরী ফোন নম্বর: ০২৫৮৮৮১৮৮৮৮ (হেল্পডেস্ক, বিডাব্লিউএমআরআই, দিনাজপুর)
০৪২১-৬১০৫৯ ও ০১৭১৬-০৬৮৩৪৬ (আঞ্চলিক কেন্দ্র, বিডাব্লিউএমআরআই, যশোর)

অর্থায়নে: রাজস্ব বাজেট (প্রকাশনা খাত)
বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশকাল: জুলাই ২০২২ খ্রি. (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ)